যুগান্তর

তারিখ 19 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

জগন্নাথে নিয়োগে অনিয়ম

নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবীদের বঞ্চিত করা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বলাবাহুল্য, এ অনিয়মের পেছনে কাজ করেছে দলীয় বিবেচনা। অনিয়ম কতটা ব্যাপক তা বোঝা যায় সেকশন অফিসার (গ্রেড-২) পদে নিয়োগে ১১ পদের বিপরীতে মোট ২৯ জনকে নিয়োগ দেয়ার ঘটনায়। নিয়োগপ্রাপ্তদের অধিকাংশেরই চাকরির কোন অভিজ্ঞতা নেই। নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষাজীবনে তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য না হলেও নিয়োগপ্রাপ্তদের কারও কারও তৃতীয় শ্রেণীও রয়েছে। অনিয়ম শুধু এক্ষেত্রেই নয়, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নিয়ম লংঘনের ঘটনা ঘটেছে। চাকরি স্থায়ী করার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিয়ম লংঘনের ঘটনা ঘটেছে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছরে নিয়ম লংঘন করে অভ্যন্তরীণ ২৩ জন শিক্ষককে সরাসরি উচ্চতর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার ১ বছর ৮ মাস পর সহযোগী অধ্যাপক এবং ২ বছর ৩ মাস পর অধ্যাপক হিসেবে সরাসরি নিয়োগ পেয়েছেন। এভাবে নিয়োগ ও পদোন্নতি পাওয়া প্রায় সব শিক্ষকই সরকারদলীয় সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

বিষয়টি উদ্বেগজনক। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ যোগ্য, দক্ষ ও মেধাবীদের বঞ্চিত করা। এটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অদক্ষতা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ-পদোন্নতি দলবাজিকে উৎসাহিত করে। এটি যে কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দলীয় বিবেচনা গুরুত্ব পেলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বেশি। বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা ও মেধার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। দলীয় বিবেচনায় অদক্ষ ও অযোগ্য ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলে শিক্ষার মান নিম্নগামী হতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়ই দলীয় বিবেচনা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি তো একরকম নিয়মেই পরিণত হয়েছে। ফলে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য তার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে একই ধারা অনুসরণ করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এভাবেই দলবাজকবলিত হয়ে পড়ছে সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলবাজির ক্ষতিকর প্রভাব কত ব্যাপক হতে পারে, সাম্প্রতিক সময়ে তার কিছু প্রমাণ পেয়েছে দেশবাসী। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটে বেশ কিছুদিন বন্ধ থেকেছে শিক্ষা কার্যক্রম। এর মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ঘটে চলেছে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সব ধরনের লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া অব্যাহত থাকলে তা কোনভাবেই সম্ভবপর হবে না। কাজেই এ প্রবণতা থেকে সরে আসতে হবে প্রতিটি সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ও পদোন্নতি ক্ষেত্রে যেসব অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, তা তদন্ত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয়া হোক। তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত হলে সেসব নিয়োগ বাতিল করে প্রকৃত যোগ্য ও মেধাবীদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে।